হরতাল রাজনীতি

লিখেছেন জয়ন্ত আচার্য

হরতাল বিরোধী অ্যাকশনে পুলিশ

প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের ডাকে ৬ এপ্রিল সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়েছে। জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে অবমাননা, দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের অব্যাহত নির্যাতন-নিপীড়ন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ এ হরতাল ডাকে। হরতালে চক বাজারে বোমা হামলায় দুইজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। মতিঝিল এলাকায় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রলীগ কর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। গোপালগঞ্জে হরতালের পক্ষে মিছিল বের করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। হরতাল প্রতিরোধে শাসক জোট কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বস্তুত হরতালের মধ্যে দিয়েই আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্র করার চেষ্টা করছে। শাসক দল মরিয়া হয়ে উঠেছে আন্দোলন প্রতিরোধে। পুলিশ দিয়ে তারা সকল আন্দোলনের কর্মসূচি প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে শাসক জোট ও আওয়ামী লীগ। আবারও হরতালই হয়ে উঠছে বিরোধী রাজনীতির অস্ত্র, নিয়ামক শক্তি।

দেশে বিগত ৩০ বছরের ইতিহাসে পাঁচ বছরই হরতাল হয়েছে। '৯১ থেকে '৯৬ সালে বিএনপি শাসনামলে আওয়ামী লীগ ১২৭ দিন হরতাল করেছে। তখন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া হরতালকারীদের দেশের শত্রু বলে অভিহিত করেছেন। অথচ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন পাঁচ বছরে বিএনপি ১০৭ দিন হরতাল করেছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হরতালকারীদের দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের চক্রান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বক্তব্য দিয়েছেন। পহেলা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে দুই নেত্রী যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে যোগ দেন। দুই নেত্রীই তখন নির্বাচনের পর হরতাল না করার পক্ষে তাকে প্রতিশ্রুতি দেন। আওয়ামী লীগ নেত্রী আজ সে প্রতিশ্রুতি হয়তো ভুলে গেছেন। জোট সরকারের ছয় মাসে ইতিমধ্যে চারদিন আওয়ামী লীগ হরতাল পালন করেছে।

আওয়ামী লীগ কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে

আওয়ামী লীগ শিবিরের দাবি হরতাল ছাড়া এখন তাদের কোনো বিকল্প পথ নেই। তাদের ওপর জোট সরকার চালাচ্ছে নির্মম নির্যাতন। রাজপথে মিছিল করতে দিচ্ছে না। যেকোনো সমাবেশের ওপর পুলিশ বাহিনী আক্রমণ করছে। ২৮ মার্চ ওসমানী উদ্যানে শান্তিপূর্ণ গণঅনশনে পুলিশ অমানবিক নির্যাতন করেছে। গণঅনশন স্থলে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের মারধর করেছে। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের ছেলে সোহেল আহমেদ তাজ। এ কারণে বিকালে গণঅনশনে যোগ দেয়ার পর পার্টির নেতাকর্মীদের চাপে শেখ হাসিনা হরতাল ডাকতে বাধ্য হয়েছেন। আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মতিয়া চৌধুরী ২০০০কে

বলেন, 'আমাদের সভা সমাবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। এমন কি অনশন করতে দেয়া হলো না। হরতাল ছাড়া আর বিকল্প কি আছে?' জানা গেছে আওয়ামী লীগ আগামীতে আরো কয়েকটি হরতাল দেয়ার কথা চিন্তা করছে। আগামী জুন মাস থেকেই আওয়ামী লীগ সর্বত্র সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করার চিন্তা করছে।

সরকারের আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য সরকার নতুন আইন প্রণয়ন করছে। এই আইনে হরতাল নিষিদ্ধ করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। জোটের হাইকমান্ড হরতাল বিরোধী আইন কেমন হবে তা নিয়ে ভাবছেন।

বিশ্ব অর্থনীতিতে ১১ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের হামলার পর মন্দা অবস্থা বিরাজ করছে। এর সঙ্গে সরকারের অব্যবস্থার কারণে অর্থনীতির প্রতিটি সূচক নিতে নেমে গেছে। বাড়ছে জিনিস পত্রের দাম। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলছে স্থবির অবস্থা। আওয়ামী লীগের হরতাল কর্মসূচি এ পরিস্থিতিকে আরো অবনতি ঘটাবে বলে অর্থনীতিবিদদের ধারণা। বিরোধী দলের হরতাল প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেছেন, হরতাল কোনো সমস্যার সমাধান এনে দেবে না। হরতালে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিদেশী বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে। এ কারণে বিএনপি হরতাল করলেও আমি তখন তার বিরোধিতা করেছি।

সম্প্রতি জাপানের একটি যৌথ ব্যবসায়ী দল বিনিয়োগের পরিবেশ দেখতে এসেছিলেন। তারা এদেশের বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা দেখে বেশ খুশি হয়েছেন। তারা বলেছেন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও হরতাল বন্ধ না হলে বিনিয়োগ সম্ভব নয়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দেশে বিদেশী বিনিয়োগ ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

চারদলীয় জোট এদেশের মানুষ একটি গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাস করতে চায়। পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনে বিজয়ী দল এমনি একটি দেশের স্বপ্ন এদেশের মানুষকে দেখিয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর তারা ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। দেশে খুন, অপহরণ, ধর্ষণ রেকর্ড ছাড়িয়েছে। দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের সহনশীল মনোভাবই জনগণ আশা করে।

অপরদিকে বিরোধী দল লাগাতার সংসদ বর্জন করে চলছে। সংসদে না গিয়ে রাজপথ বেছে নিয়েছে। ভঙ্গ করেছে হরতাল না করার প্রতিশ্রুতি। আর হরতাল নয়, বিরোধী দলকে আন্দোলনের বিকল্প পথ দেখতে হবে। কারণ হরতালের কারণে দেশের অর্থনীতি অতীতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জনগণ আর হরতাল ও সহিংস রাজনীতি দেখতে চায় না।

ক্রাইম জোন ফটিকছড়ি

লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে **সুমী খান**

সহিংস রাজনীতির মাঠে গডফাদারদের আধিপত্যের লড়াই দেশের প্রধান ক্রাইম জোন ফটিকছড়ির সাধারণ জনগণের নির্বাসিত জীবনের শেষ কোথায়? এ প্রশ্ন নিয়ে তীব্র দহন বুকে উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী আজ ফটিকছড়ি থেকে নির্বাসনে। ৫ লাখ জনগণের রাজত্ব পরিচালনায় হাতে গোনা দু'একজন গডফাদার প্রবঞ্চকের দল যারা ক্ষমতার পালাবদলে স্বার্থের বিকিকিনিতে ব্যস্ত। অভিযুক্তদের পুলিশের সঙ্গে গভীর সখ্য, সাকা চৌধুরীর আশীর্বাদে ধন্য এরা।

এইচ এস আবু তৈয়ব

দিদার

দেশের বৃহত্তম থানা (৭৫৬ বর্গ কি.মি) ফটিকছড়ির ৪ লাখ ৫০ হাজার অধিবাসীর দুর্বিষহ জীবন অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি আজ। তিনদিকে পাহাড় ঘেরা অসংখ্য পাহাড়ি ছড়ার অববাহিকায় এ থানা এলাকার উত্তরে ভারত, পশ্চিমে সীতাকুন্ড পাহাড়, দক্ষিণে রাউজান, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম। আধিবাসীদের মূল এ অবস্থানটি ছেড়ে গভীর অরণ্যের দিকে ঢুকে যায় তারা নিবাস হয়েছে বাঙালি আর আদিবাসীদের। যে কারণে ব্রিটিশ বিরোধী পাকিস্তানি স্বৈরাচার বিরোধী সক্রিয় ভূমিকা যে এলাকায় সবচেয়ে বেশি ছিল আজ তা সমাজবিরোধী আত্মঘাতী সন্ত্রাসী গডফাদারদের অসংখ্য দল-উপদলের দাপটের জায়গা। প্রতিবাদী ব্যক্তি পুলিশ হলেও রক্ষা নেই, প্রভাবশালী হলেও রক্ষা নেই।

আবুল কাশেমী চৌধুরী

কাশেম বাহিনীর ওসমান

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের সিংহদ্বার ছিল এ অঞ্চল– এ থানা থেকেই ১ নং সেক্টরের সূত্রপাত। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামেও চট্টগ্রামের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে এখনো স্মরণ হয় বারবার।

১১ নবেম্বর ০১ শিবিরের হত্যাকারী চক্রের হাতে নিহত চট্টগ্রামের জামান খান বাসার, মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী ফটিকছড়ির প্রভূত সম্ভাবনা বিপুল সম্পদ ভান্ডার নিয়ে গবেষণা করে সন্ত্রাসকে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন তার লেখায়। সন্ত্রাস নির্মূল কমিটি গঠন করে পাড়া কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত বৈঠক পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজতে বসেছিলেন। তারই পরিণতিতে নির্মম হত্যাকান্ড। সেই হত্যাকান্ডের স্থবির তদন্ত কাজ সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো হত্যাকারীদের। ফটিকছড়ির সমস্যার পরিবর্তন হয়নি।

এসব নিয়ে অসংখ্য লেখালেখি, সংবাদপত্রে রিপোর্ট যাই হোক না কেন প্রশাসনের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে সন্ত্রাসনির্ভর গডফাদারদের বিচরণ ও দম্ভোক্তি বেড়েই চলেছে। সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর একটি লেখায় ফটিকছড়ির সন্ত্রাসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ৮টি বিষয়। সেসবের মধ্যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত লোকদের আত্মমুখী চিন্তাভাবনা,